অথ ইতি-কথা (২)

অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়

মহালয়া উপলক্ষে জোর পার্টি বৈকুন্ঠে। দুগ্গার জন্মদিন বলে কথা, দেবতারা সবাই নানান উপহার হাতে একে একে এসে হাজির। শিব গিফ্‌ট করে ত্রিশূল, ইন্দ্র বজ্র, বরুণ দেয় শঙ্খ, কুবের আনে রতহার.. .. দেবতা ও বিশিষ্ট সেলিব্রিটি সমাগমে বৈকুন্ঠ সরগরম হয়ে ওঠে। মহাঋষি ভৃগু, দ্রোণাচার্য, শুক্রাচার্য, অর্জন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছাড়াও আসে কমেডিয়ান বীরবল, ফ্যাশন ডিজাইনার জটি শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, আমলা পরিবেষ্টিত চাণক্য এবং ফুড ক্রিটিক গোপাল ভাঁড়। ভীম আর কুম্ভকর্ণ মেরি কম-এর রিসেন্ট পার্ফমেন্স নিয়ে আলোচনা করে। শকুনি, কংস, কীচক আর দুর্যোধন এককোণে বসে দাবা খেলছিল, পাশ দিয়ে সস্ত্রীক রামচন্দ্র যাওয়ার সময় দুর্যোধন টেরিয়ে একবার সীতাকে দেখে নেয়। ওয়াও! সী'জ হট্, ম্যান! হলের একধারে রাণী লক্ষ্মীবাঈর সঙ্গে সরস্বতীর তর্ক চলে - মেয়েদের পড়াশুনো শেখা বেশি জরুরি না অস্ত্রবিদ্যা। পার্টি জমে ওঠে, বিষ্ণুর আতিথ্যে চুটিয়ে খানা-পিনা-আড্ডা চলতে থাকে।

ব্রহ্মা বলে, 'তা হ্যাঁ রে মহা, মর্ত্যের ওই ইতির ব্যাপারটা শুনেছিস?'

মহেশ্বর মৌজসে গেলাসে চুমুক লাগিয়ে বলে, 'শুনিনি আবার! ও নিয়ে তো এখন বাড়িতে রোজ ঝগড়া - কে কী খাবে ওখানে গিয়ে!

বিষ্ণু বলে: 'সে আবার একটা সমস্যা নাকি?'

মহেশ্বর : 'হুঁ হুঁ.. ইতির এত রকম স্প্রেড, তুই-ও ডিসাইড করতে হিমশিম খাবি।'

কিছুদূরে গনেশ আর তার বন্ধুদের সঙ্গে গোপাল ভাঁড় কথা বলছিল, ব্রহ্মা ডেকে বলে, 'এই যে গোপালবাবু, আপনি তো খেয়ে এসেছেন! একটু বলুন তো ইতি সম্বন্ধে আমাদের!'

গোপাল ভাঁড় একটা আসন টেনে এনে বসে। ‘ সানন্দে । আনন্দস্বর্গ পত্রিকার গত ইস্যুটায় তো আমার একটা রিভিউ বেরিয়েছে।’

মহেশ্বর বলে , ‘আরে ওটা পড়েই তো আরো গোল বাঁধে । গিন্নি বলে ইলিশ তো সরস্বতী বলে, না, ভেটকি । আমার লক্ষ্মী মা আবার চিংড়িটা বেশি পছন্দ করে আর কার্তিকের ফেভারিট বিরিয়ানি । কী সমস্যা বলুন তো !’

গোপাল ভাঁড়ের চোখে সকৌতুক হাসি । ‘ শুধু মাটন আর চিকেন বিরিয়ানি না, পার্বতী বৌঠানের জন্য ইতি-তে ইলিশ বিরিয়ানিরও ব্যবস্থা আছে !’

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একসঙ্গে ব’লে ওঠে : ‘সেকি !’

গোপাল ভাঁড় জমিয়ে বসে ।‘আরে মশাই, আইটেম তো নামে অনেকই থাকে কিন্তু সেগুলো খেতে কেমন সেটাই আসল। ওদের ভেটকি পাতুরির মত সুপার্ব টেস্ট কোথাও পাবেন না ! ইলিশ সর্ষেটাতে আরেকটু ঝাঁঝ থাকলে হয়ত ভালো হত তবে মাছটা মশাই একেবারে এ-ক্লাস । ইতি-র বাসন্তী পোলাউ বা প্রন পোলাউও একবার খেয়ে দেখবেন রুই-কাৎলার পদগুলো দিয়ে !’

মহেশ্বর স্পষ্টতই ইমপ্রেসড । সম্ভবত লক্ষ্মীর কথা ভেবে জিগেস করে, ‘চিংড়ির প্রেপারেশনগুলো কেমন ?’

‘এতরকম পদ ওদের, সব তো খেয়ে উঠতে পারিনি.. .. তবে মালাই চিংড়িটা দুর্দান্ত । লালচে অরেঞ্জ গ্রেভির ওপর হালকা নারকোল কোড়া ছড়ানো, দেখে মন খুশ, খেয়েও । ও হ্যাঁ, কচু পাতা দিয়ে চিংড়ি পোস্তোটা খাবেন । আজকাল মোচার ঘন্ট, কচুর শাক, এঁচোড় এসব রান্না তো প্রায় উঠেচগেছে... ইতি-র কল্যাণে যাহোক বাঙালির পাত থেকে এগুলো লুপ্ত হবার ভয়টা ঘুচলো ।’

বিষ্ণু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, ‘বলো কি ! এ তো বাঙালী খানার স্বর্গরাজ্য হে !’

গোপাল ভাড় চশমাটাকে নাকের ওপর সামান্য ঠেলে দিয়ে বলে, 'প্রশংসা কি সাধে করি বিষ্ণুদা! ভেটকির ফ্রাইটা একেবারে সলিড মাছ, নো ভেজাল। সঙ্গে কাসুন্দ আর তেঁতুলের টকমিষ্টি চাটনি। এছাড়া ভেটকির মধ্যে ওদের আছে পাতুরি, ভাপা আর সর্ষে -- সব বোন লেস। চিতল মাছের মুইঠ্যা আর জাম্বি পেটিও পাবেন ওখানে।'

ওদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে যায়। খাবার গল্পে কার না ইন্টারেস্ট? শকুন্তলা রিনরিনে গলায় বলে, 'ইলিশের আইটেমগুলো একটু বলুন না, গোপালদা!'

শকুন্তলার দিকে সোৎসাহে ঘুরে বসে গোপাল ভাঁড়। 'বরিশালের ইলিশ সর্ষে, ইলিশ ভাপা, ইলিশ ফ্রাই, কালো জিরের পাতলা ঝোল, ইলিশ পাতুরি।'

দুষ্মন্ত সিগেরেটে টান দিয়ে ঈষৎ তেরছা সুরে বলে, 'ইতি-র স্ট্রেংথ বোধহয় জাস্ট মাছে?'

গোপাল ভাঁড় মজা পায় । 'না তো! মাটনের ব্যাপারেও ইতি ইকোয়ালি স্ট্রং। শ্যামবাজারের মাটন কষা, ঠাকুরবাড়ির পাঁঠার মাংস, মাটন রেজালা, মাটন জালফ্রেজি --- আর কি চাই?'

ভীমকন্ঠে ভীমের মন্তব্য, 'চিকেন!'

'চিকেন কষা, চিকেন চাপ, চিকেন রেজালা, চিকেন মসালা। আর হ্যাঁ, চিকেন ডাকবাংলা খাবেন, ওতে আবার একটা ডিমও থাকে।'

ভীম বলে, 'যাববাবা! এ তো মাথা খারাপ হবার জোগাড়!'

অশ্বিনীকুমারদের এক ভাই ফোড়ন কাটে, 'মাথা খারাপে ক্ষতি নেই, পেট খারাপ না হলেই হল!'

গোপাল ভাঁড় বলে, 'সে ভয় নেই মিঃ অশ্বিনী! ইতি কোয়ালিটির ব্যাপারে খুব সচেতন। যারজন্য কখনো লোকাল মাছ ব্যবহার করে না, সব মাছ সরাসরি আসে কলকাতা থেকে।'

নারায়নী খাবার জন্য ডাকতে এসে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিল, এবার ঠাট্টার সুরে বলে: ‘গোপালবাবু, সব বুঝলাম, তবে শেষ পাতে একটু মিষ্টি না হলে কিন্তু ‘আহার’ থেকে আহা-টা বাদ যায় !’

গোপাল বলে, ‘তবে শুনুন বৌঠান ! শেষপাতে পাবেন আম, আনারস কিংবা খেজ্‌র-আমসত্তর চাটনি, আর পাবেন মিষ্টি দই আর নতুন গুড়ের পায়েস ।’

নারায়নী বলে, ‘আহা !’

সমবেত জনতা সোচ্চারে যোগ দেয়, ‘আহা ! আহা !’

মজলিশ ভাঙে । খাবার জায়গায় যেতে যেতে কার্তিক বলে, ‘আমি তো গিয়ে শুধু বিরিয়ানি সাঁটাব, বুঝলি।’ গনেশ বলে - ‘গোপাল কাকু তো স্ন্যাক্সের কথাটা বললোই না !’

লক্ষ্মী শুধোয়, ‘মানে ?’

‘মানে ফিশ ফিঙ্গার, মাটন রোল, মাছের চপ, মোচার চপ, চিকেন কাটলেট, মাটন কাটলেট .. !’

কার্তিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । ইস, চারদিনের ছুটিটা আরেকটু বাড়ানো যায় না ?

প্যাঁচা, রাজহাঁস, ময়ূর আর ইঁদুর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে - যাক, একঘেয়েমির দিনগুলোয় ইতি এতদিনে ইতি টানল ! যা বুঝছি, এবছরের ট্রিপটা হবে - থোরা হট্‌কে !

(৭৫৮)